সংবাদ

অতিথি কলাম

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার ৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৮ ◆ Dhaka : Thursday 22 November 2001

আগুন নিয়ে খেলা

খালেদ হাসান

ভাষান্তর ঃ আজাদুর রহমান চন্দন

মুসলিম দেশগুলোর ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে, ক্ষমতা ও সম্পদ নিয়ে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ ও হানাহানিতে ইসলামের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে তুলনায় ইহুদি, খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের দ্বারা ক্ষতি খুব কমই হয়েছে। রেজা শাহর ১৯৫২ সালের শ্বেত বিপ্লব এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনির ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের সময় কি পরিমাণ ইরানি প্রাণ হারিয়েছে তার কি কোন হিসাব আছে? আবদুল করিম কাসেম থেকে শুরু করে সাদ্দাম হোসেন পর্যন্ত প্রত্যেক ইরাকি শাসকের হাতে খুন হয়েছে হাজার হাজার কুর্দি, সুন্নি ও শিয়া। এরা সবাই মুসলমান। ইরান-ইরাক যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে ১০ লাখের বেশি নিরীহ মুসলমান। অথচ আমরা তখনো সাদ্দাম ও খোমেনির ছবি নিয়ে মিছিল করেছি, শ্লোগান দিয়েছি।

পাকিস্তানের উর্দু পত্রিকাগুলোর যে কোনটির পাতায় যেকোন দিনই আপনি চোখ বুলান না কেন তাতে সংঘত কোন বক্তব্য খুব একটা খুঁজে পাবেন বলে মনে হয় না। রাজপথে যে উন্মাদনা আজ দেখতে পাচ্ছেন [আফগানিস্তানকে নিয়ে] তা মূলত এ পত্রিকাগুলো দ্বারাই সৃষ্ট। এসব পত্রিকার বক্তব্য রণহুঙ্কারের মতো। এগুলো আবেদন জানাচ্ছে সরাসরি আমাদের আদিম প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করে।

পাকিস্তান আজ যে সীমাহীন বুদ্ধিবৃত্তিক ও মতাদর্শগত বিভ্রান্তির চোরাবালিতে আটকে পড়েছে সেটা মূলত এসব তথাকথিত ধর্মযোদ্ধারই ফসল। পত্রিকার পাতায় এদেরকে আমরা ক্রুসেডার বা জেহাদি হিসেবেই দেখছি। এরা বজ্রকণ্ঠে নিজেদেরকে এমন এক বিশ্বাসের রক্ষক বলে ঘোষণা করছে, তাদের ভাষায় সেই বিশ্বাস নাকি কাফেরদের দিক থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যে পথে এগুনোর তোড়জোড় চলছে সেটা যে নোজখেরই পথ সে কথা তারা উপলব্ধি করছে না। আসলে ইসলাম সম্পর্কে এদের ধারণা খুবই উপরি ভাসা ও আবেগনির্ভর।

কোন উর্দু পত্রিকায় যদিও বা ভারসাম্যপূর্ণ ও উদারনৈতিক কিছু বক্তব্য কখনো সখনো ছাপা হয় তবে তার সংখ্যাটা একেবারেই সামান্য। ইসলামাবাদের একটিমাত্র দৈনিকই এধরনের বক্তব্য ও ধ্যানধারণার সমর্থক। ওই পত্রিকাটিতে এমনই একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন সাবেক বামপন্থী ছাত্রনেতা রাজা আনোয়ার। আফগানিস্তানে মার্কিন বিমান হামলা শুরুর আগ মুহূর্তে প্রকাশিত হয় এ লেখাটি। লেখাটি বিপুল সংখ্যক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে; কিন্তু এর যে প্রতিক্রিয়া লেখক পেয়েছেন তা একেবারেই 'চরম'। এমনকি দৈহিক নির্যাতনের হুমকিও এসেছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এ ধর্মান্ধ গোষ্ঠী যারা পাকিস্তানকে তালেবানের পথে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে, তাদের হাত থেকে যদি আমরা রেহাই পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে এসব জেহাদি হাঁকডাক প্রত্যাখ্যান করে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হবে।

এমন কি কথা আনোয়ার লিখেছেন যে জন্য তাকে চরম হুমকির মুখে পড়তে হলো! সে বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য আনোয়ারের লেখার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

"১৯৯১ সালে কুয়েতে আগ্রাসনের পর আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন সাদ্দাম হোসেন; আমাদের পাঞ্জাবি বুদ্ধিজীবীরা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি খেতাবে ভূষিত করলেন। বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়া আমাদের পত্রিকাগুলো এ তথ্য উদঘাটনে একটুও সময় ব্যয় করতে রাজি হলো না যে, সাদ্দামের জন্মও সেই গ্রামটিতে, একদা যেখানে জন্মেছিলেন সেই ইসলামী মহাবীর। এর পরবর্তী দিনগুলোতে আমাদের পত্রপত্রিকার পাতাগুলোতে ঠাসা থাকলো সেসব রণাঙ্গনের খবর যেখানে নয়া জেহাদিরা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সেই যুদ্ধের ফলে ইরাক পরিণত হলো ধ্বংসস্তূপে। আর আরব ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে ঠাঁই করে নিল আমেরিকান সেনাদল।

"ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ১১ই সেপ্টেম্বর সকালে হামলাটা যেই করে থাকুক না কেন এতে শুধু হাজার হাজার লোকের প্রাণহানিই ঘটেনি; উপরন্তু পাকিস্তানসহ প্রতিটি ইসলামী দেশের দিকে একটি দড়ির ফাঁস ছুড়ে দেয়া হলো যা কিনা এদিক-ওদিক নড়ার চেষ্টা করলে বরং আরো কষেই আসবে। একটি বিষয় অবশ্য স্পষ্ট, তা হলো এ ঘটনার সবচেয়ে বড় শিকার হলো ইসলামী দেশগুলো; কিন্তু তা সত্ত্বেও কতিপয় পাঞ্জাবি বুদ্ধিজীবী প্রকৃত কোন স্বার্থ ছাড়াই উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো গর্জাতে শুরু করেছেন।

"এমনকি তারা এ বিষয়েও সচেতন নন যে, আমাদের দেশটি এরই মধ্যে ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছে। ইসলামকে তারা এমন এক আদলে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, যার সাথে ইতিহাস কিংবা ইসলামী শিক্ষার কোন সম্পর্কই নেই। লন্ডনের এক বন্ধু বেলাল নামে এক লোকের কাছে থেকে একটি 'ফতোয়া' পাঠিয়েছেন আমার কাছে। এতে বলা হয়েছে, মুসলমানরা কোন না কোন সময় যেসব দেশ শাসন করেছে সেসব দেশের ওপর তাদের মালিকানা এখনো বহাল রয়েছে। কাজেই এসব ভূখণ্ড দখল করাই শুধু নয় এমনকি দেশগুলোর অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার জন্মগত অধিকারও আমাদের রয়েছে।

"অন্যভাবে বলা যায়, লন্ডনে নিরাপদে অবস্থানরত এ ভদ্রলোক একদা আরব, বারবার, অটোমান ও তাতারদের শাসনাধীন সব ভূখণ্ডের মালিকানাই পাঞ্জাবের পরাক্রমশালীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমার মতে, আমাদের ওপর এখন রাশিয়া ও বলকানের বিভিন্ন অংশ নতুন করে জয় করার দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে। এমনকি প্রাচীন ক্যাথে থেকে কাশগর পর্যন্ত সমগ্র এলাকার মালিকানা দাবি করাটাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়বে। আর স্পেনের বেলায় বলা যায়, বিজয় আমাদের হাতের মুঠোয়।

"না হয় ধরেই নিলাম, ২০ থেকে ২৫ হাজার 'শাহীন' জাতের পাঞ্জাবি উপল স্পেনে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের প্রতীক্ষায় এরই মধ্যে তাদের নৌকাগুলোকে সাজাতে শুরু করেছে। যেদিন এই অগ্রবর্তী বাহিনী মালিকানার আসল কাগজপত্র পেয়ে যাবে সেদিনই স্পেন আমাদের হবে; কিন্তু ভারত পুনর্বিজয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু জটিলতা দেখা দেবেই। কেননা ইব্রাহিম লোধীকে পরাস্ত করেই বাবর দেশটি জয় করেছিলেন। এরা দুজনেই ছিলেন মুসলমান। কাজেই এখন এর দখল কারা পাবে? বাবরের বংশধররা, নাকি লোধীরা?

"বেলালকে একথা কে বোঝাবে যে, মানবজাতির জন্য শান্তি, ন্যায়বিচার ও সাম্যের বাণী নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে? কোরান তো তাই বলে। মুসলমান হয়ে কিভাবে আমরা আমাদেরকে বারবার খিলজি, মোগল, তুর্কী, উজবেক, গজনবী ও তাজিকদের ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করছি? তারা মূলত একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এগুলো কি করে ইসলামের যুদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে? আর যেসব এলাকার কর্তৃত্ব তাদের মধ্যে হাতবদল হয়েছে সেগুলোই বা কি করে আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে গণ্য হতে পারে?

"মুসলিম দেশগুলোর ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে, ক্ষমতা ও সম্পদ নিয়ে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ ও হানাহানিতে ইসলামের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে তুলনায় ইহুদি, খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের দ্বারা ক্ষতি খুব কমই হয়েছে। রেজা শাহর ১৯৫২ সালের শ্বেত বিপ্লব এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনির ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের সময় কি পরিমাণ ইরানি প্রাণ হারিয়েছে তার কি কোন হিসাব আছে? আবদুল করিম কাসেম থেকে শুরু করে সাদ্দাম হোসেন পর্যন্ত প্রত্যেক ইরাকি শাসকের হাতে খুন হয়েছে হাজার হাজার কুর্দি, সুন্নি ও শিয়া। এরা সবাই মুসলমান। ইরান-ইরাক যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে ১০ লাখের বেশি নিরীহ মুসলমান। অথচ আমরা তখনো সাদ্দাম ও খোমেনির ছবি নিয়ে মিছিল করেছি, শ্লোগান দিয়েছি।

"১৯৬৬ সালে সুহার্তো আড়াই লাখ ইন্দোনেশীয় মুসলমানের লাশের ওপর দিয়ে ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ দখল করেন। দেশটির স্বাধীনতা সংগ্রামেও এত লোক মারা যায়নি। ইসরায়েলিরা যত প্যালেস্টাইনিকে হত্যা করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি হত্যা করেছেন ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে বাদশাহ হোসেন।

"পাকিস্তানে মুসলমান পুলিশের হাতে কিংবা করাচিতে সন্ত্রাসী হামলায় অথবা অন্যান্য স্থানে সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষয়ী হানাহানিতে যত মুসলমান মারা গেছে তার সংখ্যা ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে নিহতদের চেয়ে অনেক বেশি।

"গত ২০ বছরে আফগানিস্তান কার্যত এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। যেসব আফগান নেতা একে অপরকে ইসলামবিরোধী বলে ঘোষণা করছেন, লাখ লাখ মুসলমানের প্রাণহানির জন্য তারাই দায়ী।

"১৯৮২ সালে হাফেজ আল-আসাদ ১০ হাজার সুন্নি নরনারী ও শিশুকে হত্যা করেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি তাদের হামা শহরটিকেই মাটির সাথে মিশিয়ে দেন আর সারা জীবনই তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কাটিয়েছেন।

"আলজেরিয়ায় গত দশকে যত মুসলমান নিহত হয়েছে তা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধে প্রাণহানির সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, প্যালেস্টাইন ও কাশ্মিরে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণহানির চেয়ে অনেক বেশি লোক মারা পড়েছে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়িতে।

"আমরা হলাম পাকিস্তানি। এখনো আমরা আমাদের পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাচ্ছি; কিন্তু সেদিনটি খুব বেশি দূরে নয় যেদিন কোন মুসলিম দেশই আমাদের আশ্রয় দেবে না। বিশ্বাস না করলে আপনারা সবাই মিলে যেকোন আরব দেশ ঘুরে আসতে পারেন। দেখবেন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কোন দেশই আপনাকে নাগরিকত্ব তো দূরের কথা সমমর্যাদাও দেবে না। কোন আরব দেশেই আমরা একটি বাড়ি বানাতে পারব না, এমনকি ৩০ বছর সেখানে বাস করে একটি নাপিতের দোকানও খুলতে পারব না।

"বিশ্বে মুসলিম দেশের সংখ্যা ৫০-এর অধিক। তাদের সবারই রয়েছে নিজস্ব সেনাবাহিনী, আছে নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব সমস্যা ও সম্পদ। এর কোনটি ধনী, আবার কোনটি আমাদেরই মতো গরিব। আমাদের বড় বোঝা হলো ঋণ। এমন কোন মুসলিম দেশ কি আছে যে, আমাদের এ বোঝা লাঘবে সহায়তা করতে আগ্রহী? এর উত্তর যদি হয় না, তাহলে আল্লাহর দোহাই, দয়া করে এ দেশটিকে আইনের হাত থেকে পলাতক সব লোকের শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত করবেন না। মোল্লাতন্ত্রের গবেষণাগারও বানাবেন না একে। পরিণত করবেন না সাম্প্রদায়িক হানাহানির লীলাভূমিতে।

"হামিদ গুল, নাসিম বেগ, কাজী হোসেন আহমেদ গংদের কাছে যে কেউ একটিমাত্র প্রশ্ন রাখতে পারেন। যে 'উম্মাহ'র নেতৃত্ব দিতে আপনারা এতো উদগ্রীব তার সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে?

"নাকি শুধু পাঞ্জাবেই পাওয়া যাবে একে, যেখানে যেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আজ এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে, একজন শিয়া ও একজন সুন্নি এক চালার নিচে বাস করতে পারে না; ওয়াহাবি ও বারালভিরা পারে না এক মসজিদে নামাজ পড়তে।

"গুজার, জাট, আরাইন ও রাজপুতরা আর এক গ্রামে বাস করতে চায় না। অথবা আমরা কি খুঁজে পাব এ উম্মাহকে সিন্ধুর মরুভূমিতে যেখানে মোহাজির, সিন্ধি, পাঠান ও পাঞ্জাবিরা একে অপরের গলায় ছুরি চালাতে ব্যস্ত? নাকি সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে পাওয়া যাবে এ উম্মাহর সন্ধান, যেখানে উপজাতীয় এলাকায় সরকারি আইনকানুনেরও তোয়াক্কা করে না কেউ।"

এক আল্লাহ, এক নবী (সা.) ও একটি ধর্মগ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও যে উম্মাহ ৭২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত তাকে ঐক্যবদ্ধ করতে কে আসছেন এগিয়ে? এ দেশ ও এর জনগণকে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিন। এদেশের শিশুদের হাতে বন্দুকের বদলে তুলে দিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাতিয়ার।

পরস্পরের গলা না কেটে ঋণের ভারে নুয়ে পড়া দেশটি দায়মুক্ত করুন। রাশিয়া, স্পেন ও কাশগর জয়ের স্বপ্ন না দেখিয়ে এমন কোন পথ বাতলে দিন যা পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করবে। আমাদের চারদিকে আজ আগুন জ্বলছে। বাস্তবতার দিকে না তাকিয়ে আর কতদিন আমরা অতীতের বালির মধ্যে মাথা গুঁজে রাখব? ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যারা আগুন নিয়ে খেলছেন তারা সে আগুনেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারেন। আর নিজেদের সঙ্গে তারা দেশটাকেও ছারখার করে দেবেন। [পাকিস্তানি দৈনিক ডন থেকে]